গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাপাউবো
এবং
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২১ - ৩০ শে জুন, ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলী	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৯
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১০

উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হতে দেশের উপকূলের জনসাধারনের জানমাল রক্ষা ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প-১ (সিইআইপি-১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গনরোধ, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভূমি পুন:রুদ্ধারের কাজ করছে। গত চার বছরে ২২৭ কি: মি: বাঁধের কাজ হয়েছে, ১১৯.৬৯ কি: মি: খাল খননের কাজ হয়েছে, ২৩.১২৫ কি: মি: বাধের ঢাল প্রতিরক্ষার কাজ, ৮.০৯ কি: মি: নদী তীর সংরক্ষণের কাজ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

নদী মাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও বর্ষা মৌসুমে পানির আধিক্য এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা বাংলাদেশের প্রকৃত বাস্তবতা। শুষ্ক মৌসুমে নদী অববাহিকাসমূহের উজানে পানি প্রবাহ বাঁধাগ্রস্ত হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়। আবার প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশের নদীতে পলি জমার কারণে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের কারণে নদী তীরে ভাঙ্গন এবং তীরবর্তী এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। অন্যান্য সেক্টরে সারা বছর কাজ করার সুযোগ থাকলে পানি সম্পদ সেক্টরে অক্টোবর মাসে বন্যার পানি কমার পর হতে শুরু করে নভেম্বর-এপ্রিল মাত্র ৬ (ছয়) মাস সর্বোচ্চ পাওয়া যায় কাজ সম্পাদনের জন্য। এই অতি সীমিত সময়কালের মধ্যে প্রাকৃতিক দূর্যোগ, পাহাড়ী ঢল বিবিধ সমস্যার উত্তরণ করে টেকসই ভৌতকাজ বাস্তবায়ন এ সেক্টরের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সরকারের রূপকল্প-২০৪১ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করার রোডম্যাপ সরকার গ্রহণ করেছে। SDGs লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার গুলোকে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সৃষ্ট ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস হতে রক্ষাকল্পে একটি বিশদ সমীক্ষা সম্পাদন করে। এই সমীক্ষায় দেখা যায় যে ১৩৯ টি পোল্ডারকে জলবায়ু পরিবতন জনিত সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস মোকাবেলা উপযোগী করে বাঁধ উচুকরণসহ সার্বিকভাবে পূনবাসন করতে মোট ২.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রয়োজন হবে, যা ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে পযায়ক্রমে বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। এই আলোকে প্রথম ফেইজে উপকূলীয় অঞ্চলে ৬ টি জেলায় মোট ১৭টি পোল্ডারকে জলবায়ু পরিবতন জনিত সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস মোকাবেলা উপযোগী করে সার্বিকভাবে বাঁধ সমূহকে উন্নয়ণ ও পুনবাসন করার নিমিত্তে বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ৩২৮০.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত **"Coastal Embankment Improvement Project, Phase-1 (CEIP-1)"** শীষক প্রকল্পের কার্যক্রম নভেম্বর ২০১৩ হতে অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ প্রস্তাবিত আরডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের ১০ টি পোল্ডারের বাস্তবায়নকাল নভেম্বর ২০১৩ হতে জুন ২০২২ পযন্ত নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে ৬টি জেলার ১০টি পোল্ডারকে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস মোকাবেলা উপযোগী করে সার্বিকভাবে বাঁধ সমূহকে উন্নয়ন ও পুনর্বাসন করা হবে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চল নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা পাবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শস্য, প্রাণিসম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে। ভবিষতে পর্যায়ক্রমে অনুরূপভাবে সিইআইপি প্রকল্পের পরবর্তী ফেজে অবশিষ্ঠ পোল্ডারগুলো পুণর্বাসনের কাজ হাতে নেয়া হবে।

২০২১-২২ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ৫৫ কিঃমিঃ নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন, ১৬ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ ও ১০টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ এবং ০.৭৫ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ০.১৫ লক্ষ হেক্টর বন্যামুক্তকরণ;
- ৬৫ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধ মেরামত/ উচুঁকরণ ও ৪ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে প্রায় ১৬০০০ হেক্টর জমিতে লবণাক্ততারোধ সম্ভব হবে ;
- ৬৫.০০ কিঃমিঃ বাঁধ এর পাশে উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ।

সেকশন ১ :

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের সাধারণ কার্যাবলি

১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

ক) প্রকল্পের আওতায় ২ টি প্যাকেজের ১০ টি পোল্ডারের বাঁধ নির্মাণ/ পূনঃ নির্মাণ, নিষ্কাশন খাল খনন/পূনঃখনন, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ, নদী তীর সংরক্ষণ ইত্যাদি ভৌতকাজ বাস্তবায়ন।

খ) বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘ মেয়াদী পরিবীক্ষন শীর্ষক সমীক্ষা বাস্তবায়ন

গ) অফিস ব্যবস্থাপনা।

সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০১৯-২০	২০২০-২১	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;		[১.১] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.১.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ		২.৫৯০	০.৫৯১	০.৭৫	০.৬৭	০.৬০	০.৫২	০.৪৫	০.৫২	
[২] হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন;		[২.১] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বাঁধ টেকসই করা	[২.১.১] উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ উচুঁকরণ	সমষ্টি	কিঃমিঃ		৮০	৪৫	৬৫.০০	৫৮.৫	৫২.	৪৫.৫	৩৯	৮০	
			[২.১.২] উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা	সমষ্টি	কিঃমিঃ		৭.৬২৫	৫.৯৬	৪.০০	৩.৬	৩.২	২.৪	২.৪	৪.০০	
[৩] সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;		[৩.১] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.১.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন	সমষ্টি	কিঃমিঃ		৫৯.৬৯৫	৫০.৫০	৫৫.০০	৫০.০০	৪৫.০০	৪০.০০	৩৫.০০	৩০	
			[৩.১.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	সমষ্টি	সংখ্যা		২০	২৪	১৬	১৪.৪	১২.৪	১১.২	৯.৬	১৭	
			[৩.১.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	সমষ্টি	সংখ্যা		২	৪	১০	৯	৮	৭	৬	৮	

আমি, প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাপাউবো হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে বাপাউবো'র উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

--	28/06/2023 ------------------------------
প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	তারিখ
--	28-6-2023 ------------------------------
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	তারিখ

সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.১.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী
২	[২.১] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বাঁধ টেকসই করা	[২.১.১] উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ উচুঁকরণ	ঐ
		[২.১.২] উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা	ঐ
		[১.৪.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	ঐ
৩	[৩.১] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন	ঐ
		[৩.২.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	ঐ
		[৩.২.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	ঐ
৪	[৪.১] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[৪.১.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	ঐ